গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সমন্বয় অধিশাখা
www.mole.gov.bd

বিষয়ঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে সভা/মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিঃ	শাকিলা জেরিন আহমেদ যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও আদালত) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সভার স্থানঃ	সভাকক্ষ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সভার তারিখঃ	২০ ডিসেম্বর ২০২০
সময়ঃ	সকাল ১১.০০ টায়

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের নামের তালিকাঃ পরিশিষ্ট 'ক'

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও শিল্প সেক্টরের মালিকপক্ষ এবং শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা/মতবিনিময় সভার শুরুতেই সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। সভাপতি বলেন, রাষ্ট্রীয় জীবনে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় শুদ্ধাচার চর্চা একটি অপরিহার্য কৌশল। মূলত নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষই হলো শুদ্ধাচার। প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালনসহ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরি। তিনি আরও বলেন, এ মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা/মতবিনিময় সভা আয়োজন একটি আবশ্যকীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সভায় মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন ও উত্তম চর্চার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় উপস্থিত মালিকপক্ষের প্রতিনিধি বিপিজিএমইএ-এর সভাপতি জনাব মো: শামীম আহমেদ ও বিজিএমইএ-এর অতিরিক্ত সচিব জনাব রফিকুল ইসলাম মতবিনিময় সভা আয়োজনকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, প্লাস্টিক শিল্প ও গার্মেন্টস শিল্প দেশে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। উভয় প্রতিনিধি এ ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শ্রম আইন, ২০০৬ যথাযথভাবে বাস্তবায়নসহ লাইসেন্স প্রদান ও অন্যান্য কার্যক্রম সহজীকরণ করা প্রয়োজন মর্মে জানান। শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি জনাব মো: আ: আব্দুল কুদ্দুস মিয়া ও জনাব মো: সোলেমান শ্রমিকদের অধিকার সচেতন হওয়ার লক্ষ্যে শ্রম আইন ২০০৬, বিষয়ে অবহিতকরণের অনুরোধ করেন। এ সকল বিষয়ে সভাপতি দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক মতবিনিময় সভা/প্রশিক্ষণ আয়োজনসহ মালিকপক্ষের প্রতিনিধিদেরকেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন। দপ্তর/সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ স্ব-স্ব দপ্তর/সংস্থার সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়নে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ চলমান আছে মর্মে জানান। উপস্থিত সকলে লাইসেন্স প্রদানসহ প্রযোজ্য সকলক্ষেত্রে অনলাইন ভিত্তিক অ্যাপ Labour Inspection Management Application (LIMA)-এর মাধ্যমে আবেদন করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(১) সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়নসহ শ্রম আইন, ২০০৬-এর সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালনে সকল দপ্তর/সংস্থাকে বিশেষভাবে মনোযোগী হতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে অংশীজনসভা/প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।

(২) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক অনলাইন ভিত্তিক অ্যাপ Labour Inspection Management Application (LIMA)-মাধ্যমে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্সের আবেদন প্রেরণসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের/ অংশীজনদের (stakeholders) অবহিত করতে হবে।

(৩) শ্রম আইন, ২০০৬ সম্পর্কে অবহিতকরণের লক্ষ্যে শ্রম অধিদপ্তরের আওতাধীন শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (IRI) সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদানকালে গার্মেন্টস সেক্টরের পাশাপাশি সকল সেক্টরের প্রতিনিধিদের/শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(৪) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক কারখানা পরিদর্শনের সময় উদ্ভুদ্বকরণ সভার নোটিশের অনুলিপি মালিকপক্ষের অ্যাসোসিয়েশনকে অবহিত করতে হবে।

(৫) শিল্প সেক্টরের মালিকপক্ষকেও শ্রম আইন, ২০০৬-এর সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহের বিষয়ে শ্রমিকদের যথাসাধ্য অবহিত করতে হবে।

(৬) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও কেন্দ্রীয় তহবিলের সংকটাপন্ন রোগীদের সাহায্যের আবেদন বিধিমোতাবেক দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৭) দপ্তর/সংস্থার উত্তম চর্চাসমূহ যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩। পরিশেষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তির সংশ্লিষ্ট অংশ ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২০২১ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয় এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২৮/১২/২০২০

(শাকিলা জেরিন আহমেদ)
যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও আদালত)
ও
শুদ্ধাচার বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়